এস্‌ · বি · এম্‌
প্রোডাক্‌সন্সের
এই সতী
পরিচালনা · সুরেশ হালদার
পরিবেশক · সিনেমা এক্স্‌চেঞ্জ লিঃ
Shangri-la

এস, বি, এম প্রোডাকসন্‌স এর

প্রথম নিবেদন

'এই সত্যি'

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ—সুরেশ হালদার

সুরকার ঃ—অরুণদুলাল ঘোষ।

শিল্প-নির্দ্দেশক ঃ—কার্ত্তিক বোস।

রূপসজ্জাকর ঃ—মনতোষ রায়।

শব্দধর ঃ—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।

স্থিরচিত্র ঃ—"স্যাংরিলা"

কাহিনী ও সংলাপ ঃ—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী ঃ—সন্তোষ গুহরায়।

আলোকশিল্পী ঃ—প্রভাস ভট্টাচার্য্য।

গীতিকার ঃ—পরিমল ভট্টাচার্য্য ও সত্য বন্দ্যোঃ

সম্পাদক ঃ—বৈদ্যনাথ চট্টোঃ

প্রধান সহকারী পরিচালক ঃ—মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারিতায়

পরিচালনা ঃ—প্রণব বোস, পরিমল ভট্টাচার্য্য,
নটেন ও অমল।

সম্পাদনা ঃ—রবীন চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রশিল্প—জয়ন্ত বন্দ্যোঃ, দিনেন গুপ্ত।
জগ্‌মোহন মেলহোত্রী,
সৌমেন্দু রায়।

শব্দ-ধারণ ঃ—দেবেশ ঘোষ।
মৃণাল গুহঠাকুরতা।
ময়ীর দে,

আলোকশিল্প ঃ—
কৃষ্ণধন রঞ্জিত
ও সুনীল।

রূপসজ্জা ঃ—
পরেশ।

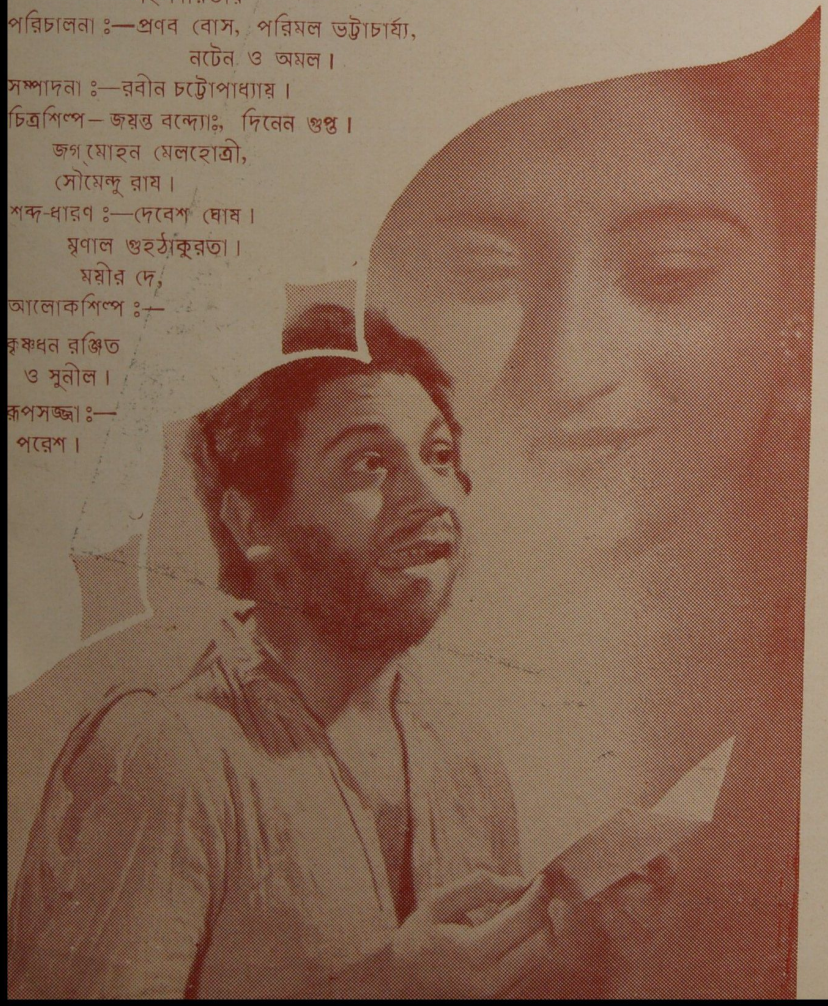

ভূমিকা

সত্য বন্দোপাধ্যায়, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মাঃ অলোক, অনুপকুমার, দিলীপ রায় চৌধুরী,
দেবকুমার, কবিতা রায়, সাধনা রায় চৌধুরী।
বদনদা, সমীর বোস, কালি বন্দোঃ, সমীর লাহিড়ী, কুমুদ রঞ্জন, ইলা,
প্রণব, বুড়ো, মনি কুণ্ডু ও টুসি (কুকুর)

প্লে-ব্যাক গায়িকা ঃ—শেফালী ঘোষ ও মায়া সরকার।

প্রয়োগশালা ঃ—টেক্‌নিশিয়ান্‌স্‌ ষ্টুডিও।
অর্কেষ্ট্রা—ওফেলিয়া অর্কেষ্ট্রা।
রাসায়ণিক—দি বেঙ্গল ফিল্ম লাবরেটরিজ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—সৌরেন ঘোষ, য়াই ও
ষ্ট্রোম্‌, ফেবরিক্‌স চিত্রশ্রী।

ব্যাবস্থাপনায় ঃ—বিমল ঘোষ ও
হিতেন রায় চৌধুরী।
সহঃ ব্যাবস্থাপনায় ঃ—
নিতাই ও বৈজু

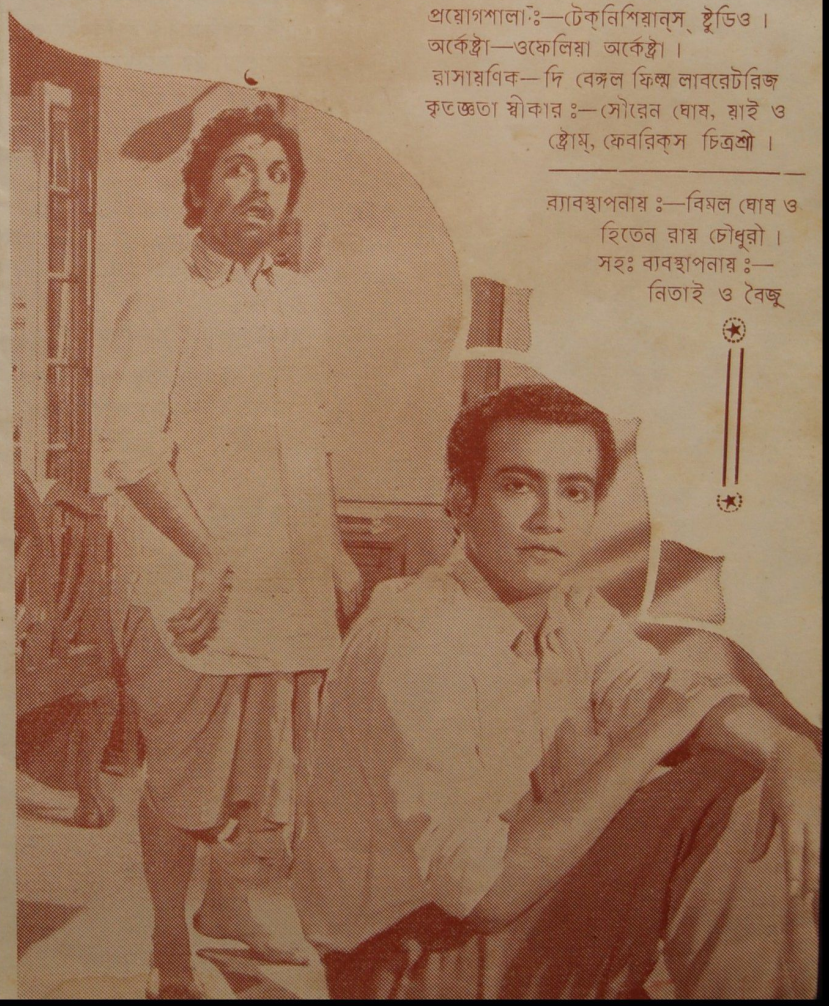

'এই সত্যি'

দাশু ! ভগবানের অভিশাপে পঙ্গু, অকর্ম্মণ্য সে। আগে সে সুখেই ছিল, কিন্তু এখন তার চরম দুর্গতি, তার বাবা নেই, পুরাণো লোক বিশ্বনাথ বিদায় নিয়েছে, অঞ্জলির ষড়যন্ত্রে। দাশুর বড় ভাই কমল বাবার মৃত্যুশয্যায় কথা দিয়েছিলো যে দাশুকে সে কখনও অবহেলা করবে না, কিন্তু ···

দাশুর বৌদি অঞ্জলির ৭।৮ বছরের ছেলে মিণ্টু, কাকু অন্তপ্রাণ, এর জন্যে মাঝে মাঝে অঞ্জলির কাছ থেকে শাস্তি পেতে হোত তাকে।

অঞ্জলির দুচোখের বিষ দাশু, বিশ্বনাথের চলে যাওয়ার পর দাশুর ওপর আরও নির্য্যাতন সুরু হল। কমল মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করতো, কিন্তু স্ত্রীর সুখের ওপর বেশী কথা বলতো না, কিন্তু একদিনের ঘটনায় কমল অঞ্জলিকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়েছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন চাকরের ব্যবস্থা হয়ে গেল সেই দিনই।

দু-একদিনের মধ্যেই নতুন চাকর এল কালীরাম, পাজির, পাঝাড়া। দাশুর চলা-ফেরা, কথাবার্ত্তায় বেশ একটা মজা পেয়েছিল সে, যার জন্যে গভীর রাত্রে ..

অনেক দিন বাদে তপন ফিরে এল কল্‌কাতায়, কমলের বন্ধুর ভাই সে, আগে যাতায়াত ছিল এ বাড়ীতে, ফিরে এসেও যাতায়াত শুরু হল, দাশুর বেশ লাগে এই ফিট্‌ফাট্‌ কেতাদুরস্ত ছেলেটীকে, কিন্তু পরে আবার একেই দাশু ·· ··

অঞ্জলি বুদ্ধিমতী মহিলা। তপনকে দেখেই মনে হয়েছে যে নিজের বোনের সঙ্গে বিয়ে দিলে কেমন হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কাছে প্রস্তাবও পেশ হয়ে গেল।

দেরী না করে পাটনায় চিঠি চলে গেল অমিতার কাছে। প্রথম দিনই দিদির বাড়ী পৌঁছে দাশুকে চাকর ব'লে ভুল করে বসলো অমিতা। অমিতাকে দাশুর ভাল লেগে যায়। অমিতাও দাশুকে দুদিনেই আপন করে নেয়

সমাধানের আলোরশ্মি খুঁজে পায় না অমিতা, কি করবে সে ??

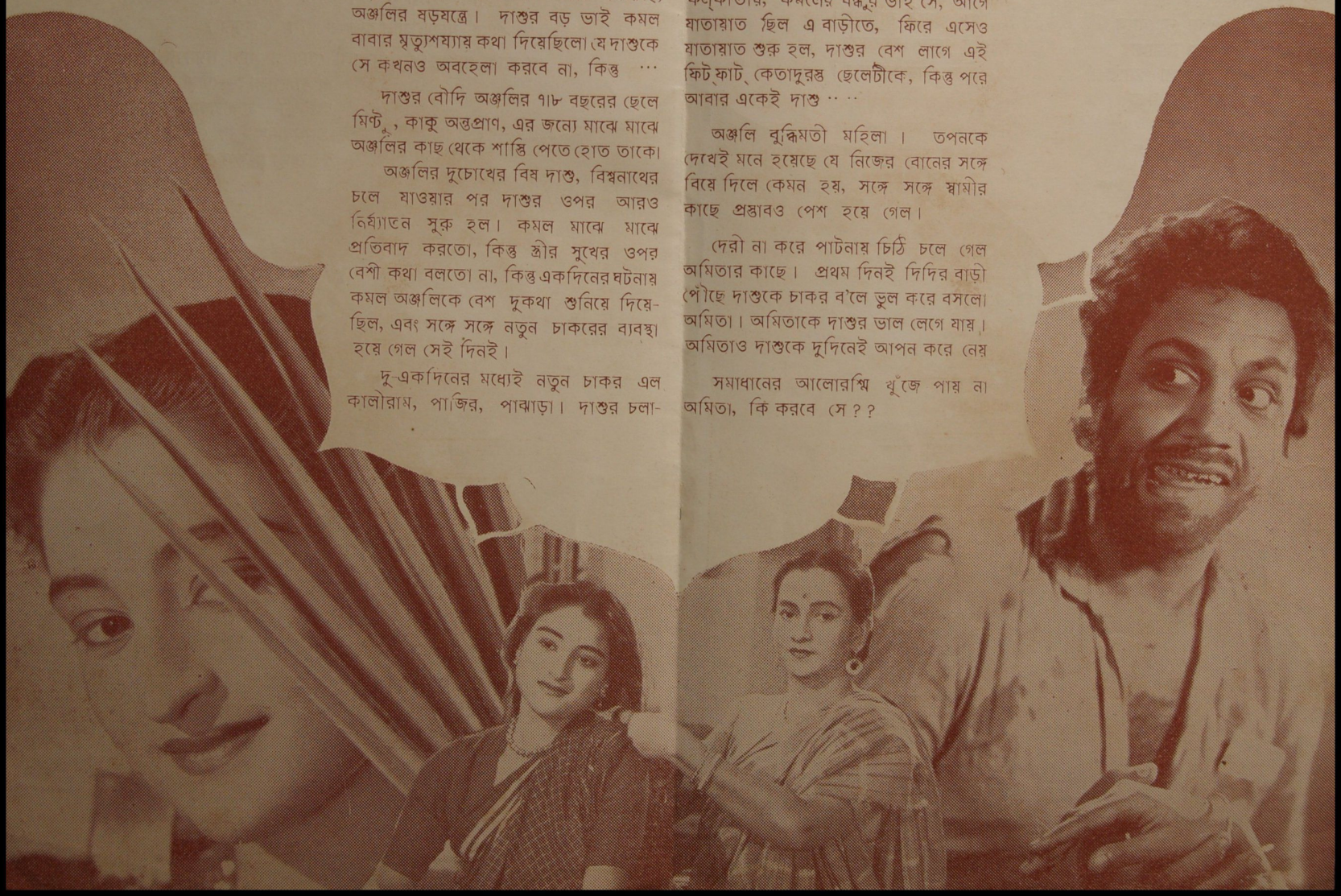

পাশের বাড়ীর মেয়ের গান

(১)

তট চায় তটীনীর মায়াতে
গোপনে নিজেরে জড়াতে,
সীমাহীন আকাশের আঙ্গিনায়
সাধ চায় যেন শুধু হারাতে ॥
প্রকৃতির খেলাঘরে কে এলে
কানে কানে ও পবন দে বোলে
যার লাগি দিন গোনা নিরালায়
এলো কি সে আজ মালা পরাতে ।
মুকুলের মায়া বনে ছায়া করে
রুম ঝুম রুম ঝুম নাচেরে
সুরভির পরশেতে বুঝি আজ
ফাগুণের মন পেল ছাড়ারে ॥
মন আমার আবেশের আড়ালে
দল গুলি থরে থরে দে মেলে
সুর আজ মিশে যাক
সে আশায়
হিয়া দোলে মনটুকু
ভরাতে ॥
—পরিমল ভট্টাচার্য্য

(২)

রাতের আকাশে কে
এত ফুল ছড়ালে ।
গোপনে এ মালা দিয়ে
কারে প্রেমে জড়ালে ॥
ছল ছল তটীনী
গান মিঠে রাগিনী ।
সে সুরের আবেশে
হিয়া মোর জ্বালালে ।
কি মধু মায়া জাগে
আকাশের বুকে ঐ
সুর যেন কারে চায়,
ধীন্ তবু বাজে কৈ ॥
এ যুগীর ফাগুণে
স্বপনের জাল বুনে
ঘুম নামে আবেশে
আঁখির ঐ কাজলে ॥
—পরিমল ভট্টাচার্য্য

(৩)

গানের সুরের কথায় আমি
তোমাতে যে চাইব
মনের কথা ঘুরিয়ে বলার
ছন্দে গান গাইবো ।
সহজ হবে ধরা দেওয়া
মনের কথা দেওয়া নেওয়া
খুশীর হাওয়া লাগিয়ে পানে
জীবন তরী বাইব ॥
ঝিকিমিকি রাতের তারা
পথে দুটী পথিক মোরা
তোমার পরেই ভর করে গো
সারা জীবন রইব ।
সহজ হবে তোমার পাওয়া
তোমার মাঝে
হারিয়ে যাওয়া
মালা দেওয়ার
ছল করেগো
বাহু ডোরে বাঁধবো ।
—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

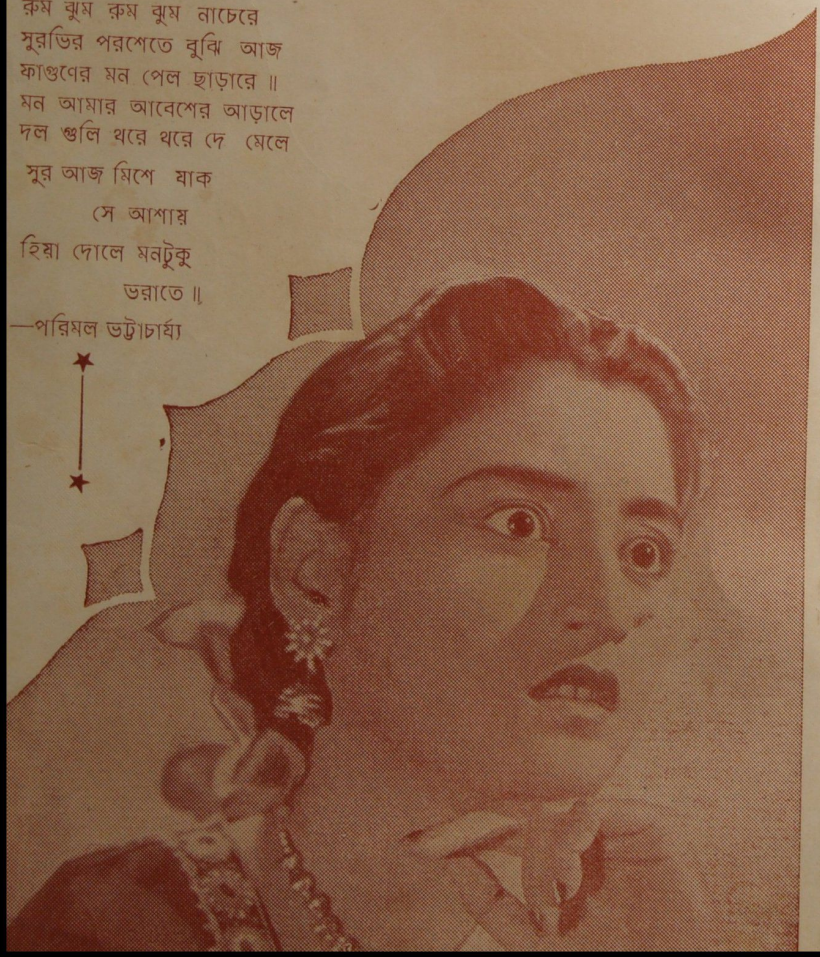

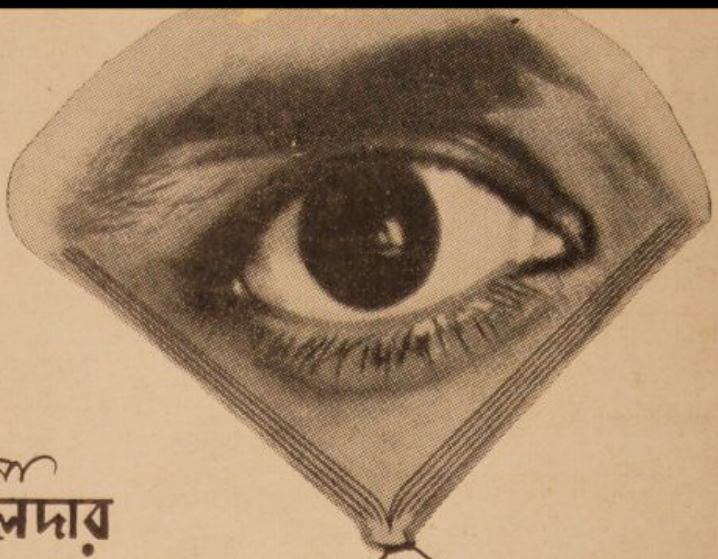

পরিচালনা
সুরেশ হালদার
সঙ্গীত
অরুন দুলাল ঘোষ
কাহিনী
সত্য বন্দ্যো:
চিত্রগ্রহন
জি, কে, মেহতা

এস, বি, এম এর দ্বিতীয় নিবেদন

চোখ

ভূমিকায়
অসিতবরণ
উত্তমকুমার
সাবিত্রী
নমিতা সিনহা
সত্য বন্দ্যো:
জহর রায়

পরিবেশক কিনেমা এক্সচেঞ্জ লি:

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।